হ য ব র ল

নুরুল্লাহ মাসুম

{আমি ব্যক্তিগতভাবে সুতন্নি ফন্ট পছন্দ করি, ভিন্নমত সম্পাদকের অনুরোধের কারণে রিংকি ফন্ট-এ লিখছি। এছাড়া নাম না জানা (বেনামী বললাম না এ কারণে যে, ওটা এখন ভিন্নমত এর একজন লেখকের নাম) এক পাঠক জানালেন যে, আমি যে ফন্টে লিখি তা তিনি পড়তে পারেন না। রিংকি-তে লেখার ওটাও একটা কারণ।}

আজকের লেখার লিড হয়ত অনেকেরই পছন্দ হবে না, তবু ওটাকেই বেছে নিলাম, কেননা আজকে লেখায় আমার নির্ধারিত কোন বিষয় থাকবে না। যখন যা মনে আসবে তাই লিখে যাব (রাজনৈতিক নেতাদের স্বভাব, তাই নয় কি?)। তবে সমস্যা রয়েছে এখানেও, কোথা থেকে শুরু করবো সেটা ঠিক করতে গিয়েই বুঝলাম ও যোগ্যতাও আমার নেই।

সৈয়দ কামরান মির্জা (মির্জা বংশের লোক বলে কথা) তাঁর লেখায় জানতে চেয়েছেন, শহীদ কাকে বলে? এর উত্তরটি তিনি জানেন। তার পরও বিষয়টির অবতারণা করেছেন একটা বিতর্কের আশায়। বিতর্ক না থাকলে জমবে কেন? আর না জমলে পান্ডিত্যের জাহির হবে কেমনে? একজন মুক্তমনা হিসেবে তিনি বহুল পরিচিত হয়েও বাঙালী মুসলমানদের বংশীয় আভিজাত্য তিনি এখনো পরিহার করতে পারেননি, আর সে কারনেই "রায় চৌধুরী, খান বাহাদুর" স্টাইলে নামের আগে ও পরে আজো বংশ মর্যাদা ব্যবহার করে যাচ্ছেন। তিনি একাধারে "সৈয়দ" এবং "মির্জা"। দু'টোই বংশীয় পদমর্যাদা, অবশ্যই বাঙালী মুসলমানদের। এখানে তিনি লোভনীয় "বংশীয় পদবী" ত্যাগ করতে পারেন নি।

পাঠক হয়ত ভাববেন, আজ লেখার শুরুতেই কেন মির্জা সাহেবের পেছনে লাগলাম। সত্য কথা হল আমি সাধারণত কাউকে নিয়ে এভাবে কখনো লিখিও না। তবে আজ কেন? কেন'র উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, আমি যখন আমার নামের আগে "সৈয়দ" ত্যাগ করতে পারি; এবং আমি মুক্তমনাদের ভাষায় "ইসলামিস্ট"; সেখানে দু' দু'টো বাঙালী মুসলমানদের পারিবারিক উপাধী ব্যবহারের লোভ সামলাতে না পারলেও তিনি মুক্তমনা। কেননা, তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেখেন, আমেরিকা ও তার দোসরদের গুণগান গাইতে পারেন.....সব বিচার বিবেচনা পরিত্যাগ করে।

এবার আসি আসল কথায়। সম্প্রতি ইসরাইলী সেনারা এক বৃদ্ধ প্যালেস্টাইনি নেতাকে হেলিকপ্টার গানশীপ থেকে গোলা নিক্ষেপ করে হত্যা করেছে তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ। একটা খবর বটে। বহুদিন ধরে ইসরাইলিরা হামাস নেতাকে হত্যার চেষ্টা করে আসছিল। প্যালেস্টাইনিদের মধ্যে হামাস-ই হচ্ছে সবচেয়ে চরমপন্থী (!) গ্রুপ। লিবারেল প্যালেস্টাইনিদের সাথেও হামাসের বিরোধ ছিল। ওরা হত্যার বদলে হত্যা-এই নীতিতে বিশ্বাস করতো বলে জেনেছি সেই ছেলে বেলা থেকে। হামাসের এই নেতা আহমাদ ইয়াসিন সম্পর্কে আমি খুব বেশী একটা জানি না, জানার চেষ্টাও তেমন করিনি। কেননা তাদের মতাদর্শ আমার পছন্দের নয়। আমি সেই ছেলে বেলাতেই বুঝে না বুঝে ইয়াসির আরাফাতের দলকেই মনে মনে সমর্থন করেছি, আরাফাতকে স্বচক্ষে দেখে আনন্দিত হয়েছি, তাকে অভিবাদন জানাতে পেরে গর্বিত হয়েছি। সে যাহোক, হামাস নেতা আহমাদ ইয়াসিন বিশাল একটা গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন, কতটা বিশাল সে গোষ্ঠী, তা না জানলেও বুঝতে পারি যে, তারা বেশ শক্তিশালী গ্রুপ, নইলে অচল একটা মানুষকে কাপুরুষের মত হত্যা করে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী আনন্দে আত্মহারা হবেন কেন, কেনইবা তিনি আরাফাতকেও হত্যার প্রকাশ্য হুমকি দেবেনে।

সৈয়দ মির্জা সাহেবরা যে দেশে থাকেন, সেখানে কাওকে হত্যার হুমকি দিলে...বিচারে কি হয়? তার চেয়ে ভাল আমি জানি না। তবে এটুকু জানি হত্যার হুমকি দিলে শাস্তি যাই হোক না কেন, সে ব্যাক্তিকে বিচারের কাঠগড়ায় দাড়াতে হয়। সেখানে শ্যারণ প্যালেস্টাইনি স্বশাসিত কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্টকে হত্যার হুমকি দিলেন, আমাদের মুক্তমনারা সে বিষয়ে কিছু না বলে, কে কে ইয়াসিনকে "শহীদ" বললো, আসলেই তিনি শহীদ হবার যোগ্য কিনা...সে বিষয়ে কলম ধরলেন। থুক্কু....কলম নয় কী বোর্ডে হাত রাখলেন। একারনেই দু'কথা বলতে মন চাইল।

যে কেও যে কোন গ্রুপকে সমর্থন করতে পারেন, তাদের মত মুক্তমনা না হয়েও আমি মানুষের ব্যাক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। সৈয়দ মির্জা সাহেব যেহেতু আমেরিকায় থাকেন, তিনি "আমেরিকার পোষ্য" ইসরাইলের সর্মক হবেন এতে বিচলিত হবার কিছু নেই। অবশ্য আমেরিকাতে ইসরাইলের বিরোধী গোষ্ঠীও আছে বলে শুনেছি। তবে মানবিক বিচারে কাউকে হত্যা করা বা হত্যার হুমকি দেয়াটা কতখানি যুক্তিসংগত, সেটাই আমার প্রশ্ন। আমি জানি এখানে এসেই তারা বলবেন, হামাস বহু মানুষ হত্যা

করেছে....অবশ্যই ইসরাইলিদের। এবং সৈয়দ সাহেবতো হামাস নেতাকে সুইসাইড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর বা ডীন বলেছেন। সুতরাং তাকে হত্যা করার নৈতিক (!) অধিকার অবশ্যই ইসরাইলিদের রয়েছে বলে তারা মনে করেন। এবং যেহেতু আরাফাত ইদানিং আগের মতকরে আমেরিকার কা শুনছেন না, সুতরাং তাকে হত্যা করার অধিকারও তাদের আছে।

এবার যদি কেউ প্রশ্ন করেন, কেন হামাসের জন্ম হল, কেন পি এল ও'র জন্ম হল, কেন একাধিকবার ইন্তি ফাদার আবির্ভাব হল, সে উত্তর তারা দিবেন না.....হয় এরিয়ে যাবেন নয়ত বলবেন যারা ওদের সমর্থন করে তারাও সন্ত্রাসী। কেননা পি এল ও বা হামাস সন্ত্রাসী গ্রুপ।

তাদের ভাষ্য অনুযায়ী যে কাজটা করে তাদের প্রভুরা গণতন্ত্রের (!) অভিভাবক হয়ে বসেন, সে কাজটি করেই অন্যরা, বিষেষত মুসলমানরা হয় সন্ত্রাসী। ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনিদের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে যখন ইসরাইলের গোরাপত্তন করা হয়, তখন আমেরিকা বা বৃটিশরা সন্ত্রাসী হয় না। নিজ জন্মভুমি থেকে বিতারিত প্যালেস্টাইনিরা যখন নিজ ভুমি ফিরে পেতে আন্দোলন করে, তখন তারা হয় সন্ত্রাসী। আগে জানতাম বাংলা মুল্লুক সম্পর্কে বলা হত আলেকজান্ডার এর একটি বিখ্যাত উক্তি "বিচিত্র এই দেশ সেলুকাস"...এখন দেখছি বলতে হবে "বিচিত্র স্বভাব এই মুক্ত মনাদের"। যারা নিজেরা ভয় পেলে বলে আমি খুব সাবধানী, অন্যরা ভয় পেলে বলে ওরা ভীতু।

এরা বাংলাদেশের পার্বত্য ক্ষুদ্র এক জনগোষ্ঠীর আন্দোলনকে সারা বিশ্বে এমনভাবে প্রচার করে যে, ওখানে বাংলাদেশ সরকার জঘন্যভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে (প্রকৃতার্থে কিছুটা হলেও ঘটছে বলে আমি বিশ্বাস করি), পক্ষান্তরে প্যালেস্টাইনেদের বলছে সন্ত্রাসী। হায়রে মুক্ত মন। এখন আমার ভাবতে ইচ্ছে করছে এভাবে, মুক্তমনা মানে হল এমন এক মন, যখন যা খুশি ভাববে, যখন যা খুশি করবে, যখন যা খুশি বলবে। এখানে কোন নিয়ম নীতির বালাই থাকবে না। আমার যখন মন চায় আমি বলব ওরা ভাল, আমার ইচ্ছার বিপক্ষে গেলেই বলবো ওরা ভাল না। এরা একবারও বিতারিত প্যালেস্টাইনিদের দুঃখের কা ভাবে না, ওদের জন্য একটা বাসস্থানের কথা ভাবে না। এদের সাথে বাংলাদেশের ভুমি দখলদার রাজনৈতিক নেতা ও ভুমি দস্যুদের চমৎকার মিল রয়েছে।

আমেরিকা ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষ নিলেও পরবর্তিতে আমাদের কে স্বীকৃতি দেয়। এটাই আমাদের জন্য বিশাল প্রাপ্তি এবং এর জন্য এদেশের সমাজতন্ত্রীদের দাবী অনুযায়ী আমেরিকাকে নাকে বা কানে খত দিতে হবে না।

এ হল এক বীর বাংলীর ভাষ্য, অবশ্যই ভিন্নমত থেকে প্রাপ্ত। আমার দুর্ভাগ্য আমি জানিনা লেখক মোস্তফা কামাল ১৯৭১ সালে কতটুকু ছিলেন। তিনি যদি মুক্তিযদ্ধ দেখে থাকেন এবং এভাবে বলতে পারে তবে নিঃসন্দেহে বলতে পারি তিনি মুক্তি সেনাদের পক্ষের শক্তি ছিলেন না। আর যদি কেবল বই পড়ে তার মন্ত ব্য দিয়ে থাকেন তা হলে বলতে হয় তিনি একচোখা দৈত্যের মত আচরণ করছেন। যারা ৭১ দেখেছে তারা কোনদিন ভুলতে পারবে না সেদিনের পাকিস্তানীদের অত্যাচারের কথা। পড়নের বস্ত্র খুলে মুসলমানিত্বে পরীক্ষাতো মনে হয় কামাল সাহেবদের দিতে হয়নি। তার লেখাতে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের বড় করে দেখিয়ে মনে হয় বাহবা নিতে চেয়েছেন। বেশ ভাল কথা। অবশ্যই ৭১ এর মুক্তিযোদ্ধারা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান। অকাতরে তারা জীবন দিয়েছেন। মুক্ত করেছেন দেশকে। আমার মত অনেকেই স্বীকার করবেন প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ না নিলেও সেদিনের যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে গুটি কয়েক রাজাকার আল বদর ছাড়া বাকী সবাই কোন না কোন ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। অনেকে রাজাকারের ভুমিকাতে থেকেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশাল ভুমিকা রেখেছেন। মুলত সে বিবেচনাতেই শেখ মুজিব সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। সেই ঘোষণার সুবাদে অনেক প্রকৃত রাজাকারও রেহাই পেয়ে গিয়েছিলেন, এ কথা সত্য। ওটা ছিল শেখ মুজিবে অনেক ভুলের মধ্যে সব চেয়ে বড় ভুল। তার মানে এই নয় যে, শেখ মুজিব ভুল করেছেন বলে আমেরিকা সেদিন যা করেছিল সেটা সঠিক ছিল। আমেরিকা আমাদের স্বাধীনতার পরে স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছে বলে যারা আনন্দের ঢেকুর তোলে, তারা আর যাই হোক দেশ প্রেমিক হতেপারে না বলে আমি বিশ্বাস করি। তারা সব সময়েই সুবিধাবাদী।

শেখ মুজিব বড় মাপের নেতা ছিলেন, ভাল শাষক ছিলেন না, একথা অনেকেই বলেন, আমিও বলি। মুজিবের বড় দোষ ছিল তাঁর মধ্যে বিশাল একটা কোমলতা ছিল। একারণেই তিনি সি আই এ'র পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন। এ কথা আজ আর অজানা নয় এক সময় সি আই এ শেখ মুজিবকে ব্যবহার করেছে। যখন তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তাকে ফেলে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলবো, কারো হাতে যদি সৈনিক পত্রিকার কপি থেকে থাকে, দেখবেন '৬৯-'৭০; '৭২-'৭৩ সালে 'ছাড়পোকা' ছদ্মনামে শেখ তোফাজ্জল হোসেনের আঁকা কার্টুন গুলো। তবেই বুঝবেন, অবস্থাটা কেমন ছিল। কেন সি আই এ মুজিব কে অপছন্দ করতে শুরু করেছিল, কেন আইয়ুব খানের বিপক্ষে আমেরিকা মুজিবকে ব্যবহার করেছিল। শুধু আমেরিকা

কেন মুজিবের মৃত্যুর জন্য ভারতীয় র' কি দায়ী নয়? নিজস্ব বিবেচনা দিয়ে ভেবে দেখবেন আমার মুক্তমনা বন্ধুরা। আমেরিকার স্বীকৃতি পেয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলা আর ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে বিরিয়ানী খেয়ে ঢেকুর তোলা একই ধরনের বলে আমার কাছে মনে হয়।

শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন, এটা সত্য। কেননা তিনি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন করেছিলেন তার দল নিয়ে। সেখানে জিতে অবশ্যই বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী হবার কথা নয় তার। ইয়াহিয়া যদি সময় মত মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতো, তবে হয়ত একাত্তরের সৃস্টি হত না। আর সে সময়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এর হাতে যে ক্ষমতা ছিল, তাতে করে মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের তিন মাসের মাথায় বরখাস্ত করে দিলেও মুজিবের কিছু করার থাকতো না, যেমনটি করা হয়েছিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনকে, পূর্ব বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হককে। করাচী থেকে পূর্ব বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিমানে চড়ে শেরে বাংলা যখন ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন, তখন টারমার্কে বিছানো লাল কার্পেট গুছিয়ে ফেলা হয়, কেননা তিনি তখন আর পূর্ব বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী নন।

তেমন দেশের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মাথায় কি তেমন বুদ্ধি ছিল না? অবশ্যই ছিল। তবে কেন সেটা তিনি না করে দেশকে বিরাট একটা ঝুকির মধ্যে ফেলে দিলেন। এওতো তিনি জানতেন গৃহযুদ্ধ হলে তিন দিক দিয়ে বেষ্টিত পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধে জয় লাভ করা সহজ হবে না। তার পরও তিনি তেমনটি করলেন। কারণটা কি? এখানেই খুজে পাওয়া যায় র' এবং সি আই এর সুক্ষ যোগসূত্র। এখানে ভুট্টো, ইয়াহিয়া আর মুজিব ছিলেন কেবল দাবার গুটি। আর চীনের পাকিস্তানের সমর্থনের কারন ভারত বিরোধিতা।

প্রকৃতার্থে বাংলার সাধারণ মানুষই নিজেদের জীবন বাচাতে যুদ্ধ করেছেন এবং দেশ স্বধীন হয়েছে, তবে ওটা খুব শীঘ্র পওয়া হয়ে যাওয়ায় ওর মূল্য আমরা কোনদিনই বুঝতে পারিনি। এটাই হচ্ছে আমার চরম দুর্ভাগ্য।

"শহীদ" শব্দটা আরবী শব্দ। এর মুল উচ্চারণ হচ্ছে "শাাাাাাাাাাাাাাাাাাাহিদ"। বানানটা ভুল মনে করবেন না। আরবী উচ্চারণের দীর্ঘ মাত্রা বুঝাতে অনেকগুলো আ-কার ও ই-কার ব্যবহার করলাম। এটি এসেছে শাহাদাৎ শব্দ থেকে। শাহাদাৎ মানে মৃত্যু বরণ করা। শহীদ তাদের নামের আগে ব্যবহার করা হয় যারা ধর্মযুদ্ধে আত্মদান করেন। সংগত কারনেই মুসলমানরা এ শব্দটা ব্যবহার করেন থাকে। কোন ভাবেই অন্য ধর্মের লোকেদের এটা ব্যবহার করার কথা নয়, যেহেতু অন্রদের ভাষা আরবী নয়। তবে যদি কেউ ব্যবহার করেন তাতে কেউ বাধা দেবেন বলে তো মনে হয় না। আমারতো মনে হয় সব ধর্মেই এধরেন শব্দ ব্যবহার করা হয়, যা আমরা, অন্তত আমি জানি না। আমি তো দেখেছি ভাষা সৈনিক ধীরেন দত্তের নামের আগে শহীদ ব্যবহার করতে এবং সেটা বাংলাদেশের পত্রপত্রিকাতেই। পশ্চিম বঙ্গেও এ শব্দটির ব্যবহার দেখেছি। অবশ্যই আমি বলবো না জিয়ার নামের আগে শহীদ ব্যবহার যুক্তিযুক্ত। আহমাদ ইয়াসিনের নামের আগেও এ শব্দটির ব্যবহার সংগত কিনা সে নিয়ে আমি বিতর্ক করবো না। কারণ আমার লেখাটা কষ্ট করে শেষ করলেই আশা করি বিষয়টা আপনাদের কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে।

১৮৩১ সালে তিতুমীরে নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী যে আন্দোলন হয়েছিল, বৃটিশরা সেটাকে বিচ্ছিন্ন এক বিদ্রোহ বললেও, আপনি একজন ভারতীয় (সে সময়ে আমাদের পূর্ব পুরুষ ভারতীয় বলেই পরিচিত ছিলেন) হিসেবে সেটাকে কি বলবেন? বিদ্রোহ না স্বাধীকার আন্দোলন? ১৮৫৭ সালের "সিপাহী বিদ্রোহ" কে অবশ্যই আপনি নিছক বিদ্রোহ বলবেন না, বলবেন পরাধীন ভারতের প্রথম সংগঠিত স্বাধীনতা যুদ্ধ, তাই নয় কি? আজো আমাদের দেশে এ শ্রেণীর লোক বলে থাকে "৭১ এর গন্ডগোল"। আপনিও কি তাই বলবেন? ১৮ বছরের যুবক ক্ষুদিরাম ফাসির কাষ্ঠে জীবন দিলেন, আমরা তাকে বলি শহীদ ক্ষুদিরাম (আসলেই আজো পশ্চিম বঙ্গে বলা হয়, লেখা হয়) । বিনয়, বাদল ও দীনেশ এর নামের আগেও "শহীদ" শব্দটা ব্যবহার করা হয়। আমার মুক্তমনা বন্ধুরা সে খবর কি রাখেন? কই কোন ভারতীয় মুসলমান সেখানে প্রতিবাদতো করেন না। এ কাজটি করেন আমাদের দেশের কিছু কাঠ মোল্লারা, যারা সি আই এর পৃষ্ঠপোষকতায় দিনে দিনে আরেক "তালেবানি" গোষ্ঠী গড়ে তুলছে আমাদের দেশে।

সকল ধর্মমত নির্বিশেষে আমরা সালাম, রফিক, শফিউল, বরকত; এদের নামের আগে "শহীদ" ব্যবহার করি। কোনদিন কেউ তো আপত্তি করেনি। বরং তারা একনামে সর্বত্র "ভাষা শহীদ" নামে পরিচিত সেই '৫২ থেকে।

যদিও আরব অঞ্চলে ধর্মযুদ্ধে প্রান উৎসর্গকারীদের নামের আগে "শহীদ" ব্যবহার করা হত, আমাদের অঞ্চলে এটা দেশের জন্য প্রান উৎসর্গকারীদের নামের আগেও ব্যবহার করা শুরু হয় অনেক আগে থেকেই। জিয়ার নামের আগে "শহীদ" ব্যবহার কেবল বি এন পি-ই করে থাকে। ও ব্যবহার সার্বজনিন নয়।

আহমাদ ইয়াসিনের নামের আগে যদি কেউ "শহীদ" শব্দটা ব্যবহার করে থাকে, দেশের জন্য প্রান উৎসর্গকারী হিসেবে সেটা ব্যবহার হতেই পারে। তাতে আমাদের মনক্ষুন্ন হবার কি আছে?

ইংরেজীতে "ক্রুসেডার" বলে একটা শব্দ আছে জানি। বোধকরি ধর্মযুদ্ধে যারা অংশ নেয় তাদের নামের আগে এটা ব্যবহার হয়। ইংরেজীতে আমার জ্ঞাণের পরিধি ভালো নয় বলে সে বিষয়ে আলোচনা করতে পারলাম না। ওটা আমার আলোচ্য বিষয়ও নয়। যেহেতু আমাদের মুক্তমনারা বাঙালী সমাজ থেকে এবং বিশেষত বাঙালীঅ মুসলমান সমাজ থেকে উঠে এসেছেন এবং এখন প্রচন্ড মুসলিম বিদ্বেষী হয়ে গেছেন, তাই আমার আলোচনাও সেখানে সীমাবদ্ধ। এটা অবশ্য বিভিন্ন মুক্তমনা তাদের লেখায় স্বীকারও করেছেন যে, ঐ নির্দিষ্ট সমাজ থেকে উঠে এসেছেন বলে তারা সে বিষয়ে তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা ব্যাক্ত করছেন। আপনারা হয়তো লক্ষ করে থাকবেন, পূর্ব পাকিস্তানের দোর্দন্ড প্রতাপের অধিকারী গভর্ণর মোনায়েম খানের নামের আগে বাংলাদেশের একটা গোষ্ঠী "শহীদ" শব্দটা ব্যবহার করে থাকে। আমাদের চোখে মোনায়েম খান দেশদ্রোহী, পক্ষান্তরে তাদের চোখে মোনায়েম খান "শহীদ"। এটাই স্বাভাবিক।

ভিন্নমত সম্পাদক কুদ্দুস খান সাহেব তার সাম্প্রতিক লেখাতে আওয়ামী লীগ ও বি এন পি কে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলেছেন। যথার্থই বলেছেন তিনি। পাশাপাশি নব গঠিত তৃতীয় ধারাতেও তিনি আস্থাশীল হতে পারে নি। আমার প্রশ্ন কি করবে এখন বাংলার জনগন? কোথায় যাবে তারা? যদিও লেখার উপসংহারে তিনি একটা সমাধান দেবার চেষ্টা করেছেন অন্য একজনের রেফারেন্স টেনে। সেখানেই কি সব সমাধান পাওয়া যাবে?

বাংলাদেশে উচ্চ আদালতে বিচারক হন কারা? দীর্ঘদিন আইজীবী হিসেবে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যাক্তিরাই ঐ পদে নিয়োগ পান। আর বাংলাদেশে আইনজীবীদের সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে, বিশেষত গ্রাম অঞ্চলে, "দারোগা আর উকিলের কাছে মেয়ে বিয়ে দিও না"। কারন টা জানেন? সাধারণ মানুষ জানে উকিলরা পয়সার জন্য দিনকে রাত বানায়, রাতকে দিন। এর বেশী আর কি বলবো। আজকের দিনে সমাজে সবচেয়ে নিরাপদে দুর্নীতি করে যাচ্ছেন আমাদের বিচারকগন। রাজনীতিবিদগণ দুর্নীতিবাজ, এও সত্য। তবে তাদের যা খুশি তাই বলতে পারবেন, যদি আপনার নিজের নিরাপত্তা আপনি নিজেই বিধান করতে পারেন; অর্থাৎ যদি তাদের লেলিয়ে দেয়া বাহিনীকে সামলাতে পারেন। কিন্তু একজন বিচারক সম্পর্কে কিছু বললেই আপনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার সুয়োমটো মামলা ঝুলে যাবে। বাংলাদেশে মামলা চালিয়েছেন কেউ? যদি চালিয়ে থাকেন, তবে বুঝবেন আমাদের দেশের বিচার বিভাগের হাত কত বড়। আর এ বিভাগটা পরিচালিত হয় উকিল আর জজ দিয়ে। যারা সমাজের সব থেকে বড় দুর্নীতিবাজ অথচ থাকেন বড্ড নিরাপদে। আইন তাদের নিরাপত্তা বিধান করে দিয়েছে, তাদের বিরুব্ধে কিছু বলার সুযোগ নেই।

সেইসব বিচারকদের নিয়ে ১০ বছরের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হলে দেশের অবস্থা আরো বেহাল হবে বলে আমর ধারণা। এর অর্থ এই নয় যে, আমি বর্তমান রাজনৈতিক সরকারকে ঢালাও ভাবে সমর্থন করছি। আমি বলতে চাইছি দেশ যাদের চালাবার কথা, যে গণতন্ত্রের কথা আপনারা বলেন, সেটাকে বাস্তবায়নের জন্য সাধ্যমত কিছু করুন। আমি আমার আগের একটা লেখায় বলেছিলাম, আপনারা যারা আমেরিকা ও বৃটেনে থাকেন, আপনার দেশের সরকারের জন্য বিরাট একটা "প্রেসার গ্রুপ" হিসেবে কাজ করতে পারেন। একটিবার ভেবে দিখবেন কি বিষয়টি?

ভারতে আমেরিকা বিরাট পুঁজি বিনিয়োগ করছে বলে আমরা হা-হুতাশ করছি। আমাদের দেশে কোন নতুন বিনিয়োগতো হচ্ছেই না, বরং বড় বড় বিদেশী কোম্পানী তাদের পুঁজি গুটিয়ে নিচ্ছে। কেন তারা চলে যাচ্ছে, সেটা খুঁজে বের করা খুব কঠিন নয়। আর প্রবাসীরা যদি "বিদেশী পুঁজি গেল" বলে চিৎকার না করে, বিষয়টা নিয়ে সরকারের সাথে আলোচনার চেষ্টা করে, অন্তত পক্ষে লেখালেখি করে, তাতেও বোধকরি কিছুটা ফল পাওয়া যেতে পারে। বিদেশে দেশের বদনাম ফলাও করে প্রচার না করে, বদনাম ঘুচার চেষ্টা যদি তারা করেন, তবে ফল ভাল হতে পারে।

একটা গল্প শুনুন।

বাবা ছোট ছেলেকে বলছেন, লম্ফ দিও না বাবা, ব্যাথা পাবে। ছেলে তা শুনবে কেন, লম্ফ দিল, ব্যাথাও পেল। কান্না শুরু করল। বাবা বললেন, আগই মানা করেছিলাম, শুনোছ নাই; বোঝ এবার ঠ্যালা। ছেলেটির মা এগিয়ে এলেন। তুলে নিলেন ছেলেকে, তার ব্যথা নিরাময়ের জন্য আদর করলেন, এবং বললেন এমনটি আর করো না। ছেলেটি মার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কেমন বাড়লো তা বোধকরি আর বলতে হবে না। বাবার প্রতি তার মনভাব কেমন হতে পারে, তাও বোধ করি পাঠককে বলতে হবে না।

আপনারা **শক্তিশালী প্রবাসীরা** কি পারেন না গল্পের মায়ের ভুমিকা নিতে?

নুরুল্লাহ্ মাসুম
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
২৮ মার্চ ২০০৪